ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধ পারাপারের সময় ৩১ জন আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা কালে ৩১ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর সদস্যরা। আটককৃত ব্যক্তিদের মধ্যে নারী-১৯ জন, পুরুষ-০৭ জন এবং শিশু রয়েছে ৫ জন।

বিজিবি’র প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত ২৭ অক্টোবর রাত ৬টা হতে ১১টার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ৮ জন এবং ২৮ অক্টোবর রাত ৩টা হতে পরদিন দুপুর ১১টা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২৩ জনসহ সর্বমোট ৩১ জন বাংলাদেশী নাগরিক মহেশপুর উপজেলার শ্রীনাথপুর, মাটিলা, কুমিল্লাপাড়া, পলিয়ানপুর, বাঘাডাংগা এবং জীবননগর উপজেলার বেনীপুর সীমান্ত এলাকা থেকে আটক করা হয়। মহেশপুর এবং জীবননগর সীমান্ত দিয়ে কিছু ব্যক্তি বাংলাদেশ হতে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছে এমন সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদার করে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে উক্ত এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতরা হলেন বরিশাল, নড়াইল, রাজবাড়ী, চুয়াডাংগা, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, রংপুর ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলার বাসিন্দা।

আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়াও ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় ২ জন নারীকে আটকের পর আন্ত সীমান্ত মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়োক আইন ও ভিকটিম চিহ্নিতকরন সংস্থা, জাস্টিস এন্ড কেয়ার, যশোর এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য চলতি অক্টোবর ২০২৪ মাসে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৫৫ জন সদস্যকে অবৈধ সীমান্ত অতিক্রমের সময় মহেশপুর ও জীবননগর সীমান্ত এলাকা হতে আটক করে আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহেশপুর (৫৮বিজিবি) ব্যাটালিয়নের পরিচালক শাহ মোঃ আজিজুস শহীদ।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাবেক এমপি শহিদুজ্জামান বেল্টুর ইন্তেকাল

বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদরের একাংশ) আসনের সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি, বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ, শহিদুজ্জামান বেল্টু ইন্তকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

গতকাল সোমবার (২৮ অক্টোবর) রাত পোনে ১২ টার দিকে নিজ বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহিদুজ্জামান বেল্টুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে, শহীদুজ্জামান বেল্টু ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার হাসনহাটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির মাধ্যমে রাজনীতি শুরু করেন। পরে বেল্টু এরশাদ সরকারের সময়ে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। এরশাদের পতনের পর তিনি বিএনপিতে যোগদান করেন এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনের অংশ নিয়ে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর তিনি ২০০১ সাল পর্যন্ত পর পর চারটি নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বেল্টু সংসদ সদস্য থাকাকালে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি, জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দলটির কেন্দ্রিয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে এলাকার স্কুল, কলেজ, ব্রীজ ও গুরুত্বপর্ন রাস্তা- ঘাটসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়ন করেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম এ মজিদ জানান, শহীদুজ্জামান বেল্টুর প্রথম জানাযা আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় ঝিনাইদহ শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে এবং দুপুর ২টায় কালীগঞ্জ সরকারি ভুষন স্কুল মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ এশা বাদ তার

গ্রামের বাড়ি কালীগঞ্জ উপজেলা হাসনহাটি গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

বিএনপি নেতা শহীদুজ্জামান বেল্টুর মৃত্যুতে তার নিজ নির্বাচনী এলাকাসহ জেলাতে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুর খবর পেয়ে নেতাকর্মীরা দলে দলে ঝিনাইদহ শহরের কলাবাগান পাড়াস্থ বেল্টুর নিজ বাসভবনে জড়ো হয়। এদিকে বিএনপি নেতা বেল্টুর মৃত্যুতে বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল এ্যড. আসাদুজ্জামান, বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড এম এ মজিদ ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী স্কুল মাঠে প্রথম জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। আর বাদ এশা তার গ্রামের বাড়ি কালীগঞ্জ উপজেলা হাসনহাটি গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে জানা গেছে।

ঝিনাইদহে রবি মৌসুমের বীজ ও সার বিতরণ

ঝিনাইদহে বিনামুল্যে ৫ হাজার ৯’শ ২০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রবি মৌসুমে শীতকালীন পেঁয়াজ, গম, ভ’ট্রা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর, খেসারী ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এ উপকরণাদী বিতরণ করা হয়। ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী এ উপকরণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

সেসময় জেলা কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়, উপজেলা

কৃষি অফিসার নূর-এ-নবীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানায়, শীতকালীন পেঁয়াজ, গম, ভ’ট্রা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর, খেসারী ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৫ হাজার ৯’শ ২০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে ২৫.০৭ মেট্রিক টন উন্নত জাতের শীতকালীন পেঁয়াজ, গম, ভ’ট্রা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর ও খেসারী বীজ এবং ১২০.৫ মেট্রিক টন রাসায়নিক সার দেওয়া হয়।

শৈলকুপায় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িঘরে হামলা ও ভাংচুরের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপাতে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি-ঘর ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার (২৬ অক্টোবর) রাতে টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমানের বাড়িসহ তার সমর্থকদের ১০-১৫টি বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থাণীয়রা জানান, রিয়াদ নামে আব্দুল বারী মোল্লা’র একজন সমর্থকের কাছে মতিয়ার রহমানের ছেলে টাকা পাই। ওই টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে গত রাতে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে বাড়ি ঘরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

মতিয়ার রহমানের মেয়ে মোছঃ মিনা খাতুন জানান, বাড়ির সবাই রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। এসময় আব্দুল বারী মোল্লা’র ৫০-৬০ জন সমর্থক মিলে আমাদের বাড়িসহ আরও ১০-১৫টি বাড়িতে হামলা করে। সেময় আমাদের বাড়ির মেইন গেট দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকার চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টার পর মেইন গেট খুলতে না পেরে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকে। বাড়িতে ঢুকে দেশীয় অস্ত্র ও লাঠি দিয়ে ঘরের মধ্যে থাকা বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাংচুর করে, ঘরে থাকা আলমারীর তালা ভেঙে নগদ টাকা ও স্বার্ণলঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। এসময় বাড়ির মহিলারা

বাঁধা দিতে গেলে তাদেরকেও মারধর করা হয়।

আব্দুল বারী মোল্লা জানান, রিয়াদ নামে আমার একজন সমর্থকের কাছে মতিয়ারের ছেলেরা কিছু টাকা পাই। ওই লোক গতকাল সন্ধায় ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসছিল। এসময় তার কাছে পাওনা টাকা চাই। তখন সে বলে এই মুহুর্তে আমার কাছে টাকা নেই, পরে এসে দিয়ে যাবো। কিন্তু তারা তার কথা না শুনে তাকে মারধর করে। একপর্যায়ে তার মারধরের খবর শুনে আমার লোকজন ওখানে পৌছালে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটতে পারে এটা আমার জানা নেই, কারণ আমি গ্রামে থাকি না।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুম খাঁন বলেন, এখনো পর্যন্ত এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। যদি কেউ অভিযোগ দেয় তাহলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে দুই টাকার খাবারে তৃপ্তির হাঁসি

ঝিনাইদহে দুই টাকায় দুপুরের খাবারে হতদরিদ্রদের মুখে তৃপ্তির হাঁসি। এখন আর দুই টাকা দিয়ে লজেন্স ছাড়া তেমন কিছুই পাওয়া যায় না। ভিখারিকে দিলেও অনেক সময় নিতে চাই না। আর সেই সামান্য দুই টাকার বিনিময়ে জেলা শহরে হতদরিদ্রদের মুখেই দুপুরের খাবার তুলে দিচ্ছেন ঝিনাইদহের প্রগতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা।

প্রগতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে নিয়মিত কর্মসূচির অংশ হিসাবে “দুই টাকায় হাসি” এ দুপুরের খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। “তৃপ্তির হাসি ফুটুক ভিক্ষুকদের মুখে মুখে” এই শ্লোগানে গতকাল শনিবার দুপুরে জেলা শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধ পার্কে এ খাবার বিতরণ করা হয়। প্রতি মাসের নিয়মিত আয়োজনের ১০ম পর্বে আজ রোববার ঝিনাইদহ শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধ পার্ক প্রাঙ্গণে ২০০ জন ভিক্ষুকদের মাত্র ২ টাকায় দুপুরের খাবার সাদা ভাত, সবজি, ডাউল ও মুরগির মাংস খাওয়ানো হয়। দুই টাকায় পেট ভরে দুপুরের খাবার যা স্বপ্নের মতো।

শহরের ভিক্ষুক আজিজ মিয়া মাত্র দুই টাকায় দুপুরের খাবার পেয়ে বললেন, এটা আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। দুই টাকায় খাবার পাবো এটা কখনও ভাবিনী। এই সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেন, আরও সংগঠন যদি এভাবে এগিয়ে আসে তাহলে গরীব অসহায় মানুষগুলো দুমুঠো ভাত খেয়ে বাঁচবে।

খাবার বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রগতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি সাজিদ মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক এইচ এম জহুরুল ইসলাম, দুই টাকায় হাঁসি পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ক মোঃ মেহেদী হাসান, মোঃ মনিরুল ইসলাম, মোঃ ওসমান গনি, ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব ও ইমাম পরিষদের জেলা সভাপতি মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রহমান চৌধুরী, স্টেডফাস্ট কুরিয়ার ঝিনাইদহ জেলা ম্যানেজার মোঃ আবু জাফর কামাল সহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল সদস্যরা।

ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রহমান চৌধুরী বলেন, জেলা শহরের ভিক্ষুকদের এই মুখের হাঁসি যেন সদ্য ফোঁটা গোলাপের ন্যায় ফুটে উঠেছে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম জহুরুল ইসলাম জানান, ভিক্ষুক, এতিম শিশু, শ্রমজীবী ও অসহায়রাও তাদের মতো করে আত্মসম্মান নিয়ে সমাজে বসবাস করতে চাই। সম্পূর্ণ ফ্রিতে খাবার দেয়া হলে তাদের আত্মসম্মানবোধে আঘাত করা হবে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিই ফ্রিতে না দিয়ে দুই টাকায় তাদের কাছে খাবার পৌঁছে দিতে।

প্রগতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি সাজিদ মাহমুদ বলেন, প্রতিনিয়ত আমাদের কত টাকা তো এদিক-সেদিক খরচ হয়। আমাদের চারপাশে থাকা অসহায়, এতিম, শ্রমজীবি ছিন্নমূল পথশিশুদের জন্য কি আমরা এই সামান্য অর্থ ব্যয় করতে পারি না। আমরা মনে করি সমাজের পিচিয়ে পড়া এসব মানুষের সহযোগিতা করার জন্য অঢেল ধনসম্পদের চেয়ে সুন্দর মানসিকতাই বড়। এমন চিন্তা থেকে একদিন বন্ধু-বান্ধবের সাথে টোং দোকানের আড্ডা বাদ দিয়ে সেই টাকা ভিক্ষুক, অসহায় ইয়াতিম শিশুদের ও সুবিধাবঞ্চিতদের মুখে হাসি ফুটানোর প্রতিজ্ঞা করি। তারপর থেকেই আমাদের সংগঠনের পথচলা শুরু হয়।

ঝিনাইদহ এপেক্স ক্লাব অব নবগঙ্গার উদ্যোগে ডেঙ্গু বিষয়ক জন সচেতনতা

ঝিনাইদহ এপেক্স ক্লাব অব নবগঙ্গার উদ্যোগে ডেঙ্গু বিষয়ক জন সচেতনতা মূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে লিফলেট বিতরণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকালে শহরের নবগঙ্গা নদীর তীরে এ কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় পথচারীদের হাতে ডেঙ্গু বিষয়ক জন সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও সদর হাসপাতালে ভর্তিকৃত ৫ জন ডেঙ্গু রুগীকে নগদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

এপেক্স বাংলাদেশের ডিজি-০৬ শাহানাজ পারভীন সেতু’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এপেক্সশিয়ান মাকসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এপেক্সশিয়ান আরিফুর রহমান রাজু, জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি রাশেদ মাজমাদার, ঝিনাইদহ ক্লাবের সদস্য জিহান লেমন।

পরে বিভিন্ন ক্লাব থেকে আগত ক্লাব প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীগণ এবং মেহেরপুর, যশোর ও ঝিনাইদহের নবগঙ্গা এপেক্সসিয়ানরাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় এপেক্স বাংলাদেশের জেলা-৬ এর ২য় বোর্ড মিটিং সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠান শেষে এন.আই. আর. ডি. এপেক্স আতিকুল ইসলাম স্মরণে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দেড় বছরে ভাঙ্গলো তিনবার!

কপোতাক্ষ নদের পাড় ঘেষে যাওয়া খালিশপুর-যাদবপুর ভায়া জিন্নানগর সড়কের মহেশপুর পৌরসভার সামনে ১০২ মিটারের সড়কের ভাঙ্গন ঠেকাতে মাত্র তিন মাস আগে ব্যয় করা হয়েছে ৩২ লাখ টাকা। কিন্তু কোনো

কাজেই আসেনি। চলতি সপ্তাহের বৃষ্টিতে আবারো ধসে পড়েছে সড়কটি। এরও এক বছর পূর্বে প্যালাসাইটিং বসিয়ে আরেক দফা চেষ্টা করা হয়েছিল, সেটাও কোনো কাজে আসেনি। বছর যেতে না যেতেই ধস নামে সড়কের ওই অংশের।

স্থানীয়রা বলছেন, সংষ্কার কাজ হয় কিন্তু তার মান সঠিক থাকে না। যে কারনে ২/৪ মাস যেতে না যেতেই ভেঙ্গে যায় গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি। আর সড়ক বিভাগের দাবি দুই বছর পূর্বে নদী খননের সময় তলদেশ থেকে মাটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন তারা যেভাবেই চেষ্টা করুন না কেন কোনো কাজে আসছে না। তবে তারা এবার শক্ত ভাবে বাঁধ দিয়ে সড়ক সংষ্কার করবেন বলে আশা করছেন।

এদিকে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার ব্যস্ততম সড়কটি এভাবে ভেঙ্গে পড়ে থাকায় যানবাহন চলাচল করছে মারাত্বক ঝুকি নিয়ে। বড় বড় গাড়িগুলো প্রচন্ড যানজট এড়াতে উপজেলা শহরের ভিতর দিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আর ছোট ছোট যানবাহনগুলো ভাঙ্গনের পাশ দিয়ে ঝুকি নিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী একটি উপজেলা মহেশপুর। ভারত সীমান্তবর্তী উপজেলা হওয়ায় এটির গুরুত্ব অনেক। এই উপজেলার মানুষের চলচলের জন্য প্রধান সড়ক হিসেবে কালীগঞ্জ-জীবননগর সড়কের খালিশপুর থেকে চলাচলের একমাত্র সড়ক এটি। এটি খালিশপুর থেকে কপোতাক্ষ নদ এর ধার দিয়ে মহেশপুর শহর পেরিয়ে দত্তনগর হয়ে জীন্নানগর পেরিয়ে যাদবপুর গেছে। সড়কটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতাধীন। ইতিপূর্বে সড়কটি খুবই খারাপ ছিল। চলাচলের অনুপযোগি হয়ে পড়ায় এলাকাবাসি দাবি জানিয়ে আসছিল মেরামতের। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৯ কোটি টাকা ব্যায়ে ওই সড়কটির সাড়ে ৪৮ কিলোমিটার সংষ্কার কাজ করা হয়। যার মহেশপুর শহরের কিছু রয়েছে কপোতাক্ষ নদ এর ধার ঘেষে। এই সংষ্কারের পর মহেশপুরবাসি ভালোভাবে চলাচল করে আসছিলেন।

এই অবস্থায় গত ২০২৩ সালের শেষ দিকে সড়কটির মহেশপুর শহরের মহেশপুর পৌরসভা ভবনের পাশে কপোতাক্ষ নদ এর ধারে ধস দেখা দেয়। ওই স্থানের ১০২ মিটার জায়গার পিচ-পাথর বসে যেতে শুরু করে। এরপর দেখা দেয় ভাঙ্গন। অল্পদিনের মধ্যে সড়কটির উত্তর পাস ধসে কপোতাক্ষ নদ এর মধ্যে চয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম জানান, সড়কটি ভাঙ্গন অবস্থায় তারা ঝুকি নিয়ে চলাচল করছিলেন। এরপর সড়ক বিভাগ থেকে একদফা সংষ্কার করা

হয়। কিন্তু সেটা বেশি দিন টেকেনি। সংষ্কার কাজের ৮ থেকে ৯ মাস পরই আবারো ধস দেখা দেয়। এই অবস্থায় চলতি বছরের জুন মাসের দিকে দ্বিতীয় দফা সংষ্কার কাজ করেন। এবার মাত্র তিন মাস যেতে না যেতেই গত দুই সপ্তাহ হলো তৃতীয় দফা ধস নেমেছে। এবার সড়কটির অর্ধেক অংশের বেশি নদ এর মধ্যে চলে গেছে। কর্তৃপক্ষ এক সপ্তাহ হলো বালি দিয়ে গর্ত ভরাটের চেষ্টা করেছেন। সেটাও হয়নি, ইতিমধ্যে বালিও বসে গেছে। অনুমান করা হচ্ছে তলদেশ দিয়ে বালি সরে নদ এর মধ্যে চলে গেছে।

ওই সড়কে চলাচলকারী যাত্রীবাহি বাসের চালক শমসের আলী জানান, তারা যশোর থেকে কালীগঞ্জ হয়ে জিন্নানগর পর্যন্ত চলাচল করে থাকেন। এই ধসের কারনে তাদের মহেশপুর শহর ঘুরে যেতে হচ্ছে। এতে প্রায়ই শহরের মধ্যে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই ঘটনা মাঝে মধ্যেই হয়ে থাকে বলে জানান। তিনি বলেন, এই ভাঙ্গন রোধে স্থায়ী পদক্ষেপ জরুরী।

আর সড়ক বিভাগে খোঁজ নিতে গেলে এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জানান, তারাও সড়কটি নিয়ে চিন্তিত। কোনো ভাবেই এই ধস সামলাতে পারছেন না। সর্বশেষ তারা ৩২ লাখ টাকা খরচ করে রিটেনিং ওয়াল দিয়ে ভাঙ্গন ঠেকানোর চেষ্টা করেছেন। সেটাতেও এই ধস নামায় তারা বুঝে উঠতে পারছেন না কিভাবে এই জায়গাটি রক্ষা করবেন।

বিষয়টি নিয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আহসান উল কবীর জানান, তারাও এটি নিয়ে চিন্তিত।

তিনি বলেন, সড়কটির ৩ বছর পূর্বে যখন সংষ্কার হয়েছিল তখন কোনো সমস্য দেখা দেয়নি। পরে কপোতাক্ষ নদ খননের কাজ করা হয়। তিনি আরো বলেন, সাধারণত নদ-নদী খননের সময় ভেতরের মাটি কেটে পাড় বাঁধা হয়। এখানে সেটা করা হয়নি। নদ এর ভেতর থেকে কাটা মাটি সড়কের উপর রাখা হয়েছিল, সেই মাটি পরে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যে কারনে ভাঙ্গন স্থানের তলদেশের মাটি আলগা থাকায় এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। তবে তারা পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে টেকসই ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ নেতার পদত্যাগ

ঝিনাইদহ বাসীর কাছে দোয়া চেয়ে আওয়ামী লীগ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিলেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম আশরাফ নামের এক আওয়ামী লীগ নেতা। তিনি আর কোন দিন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পর্ক রাখবেন না বলেও জানিয়েছেন। সেই সাথে তিনি তার অসুস্থতার কারণে সকলের কাছে দোয়াও চেয়েছেন।

তিনি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

আশরাফুল ইসলাম বলেন, আমি এক জন হার্টের রোগী। আমার কিছুদিন আগের বাইপাস সার্জারি করা হয়েছে। দীর্ঘদিন রোগে আক্রান্ত থাকার কারণে এখন আমি খুবই অসুস্থ। সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি। আমি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। আমি স্বেচ্ছায়, স্বইচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করলাম। এখন থেকে আওয়ামী লীগের দলের সাথে আমার আর কোন সংযোগ নেই। আমি সংগঠন থেকে চিরতরে অব্যাহতি নিলাম। রাজনীতি থেকে অব্যাহতি নিলাম। আমি আর রাজনীতির সাথেই যাব না। স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চাই। আর যে কয়দিন বেঁচে আছি সবার কাছে দোয়া প্রার্থী। আমি অসুস্থ মানুষ, যেন ভালো থাকতে পারি।

উল্লেখ্য, আশরাফুল ইসলাম আশরাফ দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। এর আগে তিনি আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে ইউপি চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ঝিনাইদহে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড

কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দি ইউএসএআইডি আইন সহায়তা অ্যাক্টিভিটির আর্থিক সহযোগিতায়, ডেমোক্রসি ইন্টারন্যাশনাল বাস্তবায়নে এবং রাইটস যশোর সংস্থার অয়োজনে, আজ বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির সভাপতি মো:মোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ সভায় উপস্থতি ছিলেন,ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, মো: ইউনুছ আলী সরদার, জেলা র্কমর্কতা, মাহমুদুল হাসান, উপজেলা সহকারী শৈলকুপা , বিষ্ণু পদ ঘোষ, উপজেলা সহকারী, কোটচাঁদপুর, আখি রানী পাল, উপজলো সহকারী, ঝিনাইদহ সদর, রাইটস যশোর।

সভায় বক্তারা সরকারি আইনী সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে গরিব, অসচ্ছল ও নির্যাতিত মানুষের আইনি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির সক্রিয়করণ এবং প্রচার-প্রচারণার উপর গুরুত্ব এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যার যার প্রথা, রীতি মেনে চলার আহবান জানান। এছাড়া নিজেদের অবস্থান থেকে ইউনিয়নের তৃণমূল পর্যায়ে বসবাসরত জনসাধারণকে গরিব, অসহায়, লিগ্যাল এইড কার্যক্রম এবং সরকারের সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয় ।

ঝিনাইদহের প্রবাসীকে বিয়ে করে

অর্ধ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

কিশোর সন্তানের তথ্য গোপন করে ঝিনাইদহের এক প্রবাসীকে বিয়ে করে বিভিন্ন তাল-বাহানায় অর্ধ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজশাহীর নাছরীন নামের এক নারীর বিরুদ্ধে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানার মেহেরচন্ডী উত্তর পাড়ার মোঃ মুনছুর আলীর মেয়ে, মোবাইলে প্রেমের সম্পর্ক ধরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পুটিয় গ্রামের মোঃ আয়ুব আলীর ছেলে লিটনের বাড়িতে আসেন। লিটন মালয়েশিয়া প্রবাসী। দীর্ঘদিন মোবাইলে সম্পর্কের জের ধরেই বিয়ের সিদ্ধান্ত হলে নাছরীন লিটনের বাড়িতে আসেন। লিটন মালয়েশিয়াতে থাকায় স্থানীয় কাজি ডেকে মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে হয় তাদের। এরপর থেকে বিভিন্ন বায়না ধরে লিটনের কাছ থেকে টাকা ও সোনার গয়না নিতে থাকে নাছরীন। এভাবে লিটনের কাছ থেকে সাত ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ প্রায় অর্ধকোটি টাকা আত্মসাৎ করে নাছরীন।

প্রবাসী লিটন জানান, এই টাকা দিয়ে রাজশাহীতে একটি ফ্লাট বাড়িও করেছেন নাছরীন। এছাড়াও সাত ভরি স্বর্ণালঙ্কার দিয়েছি তাকে। মোবাইলে যখন সম্পর্ক হয় তখন নাছরীন নিজেকে এতিম ও অসহায় বলে পরিচয় দিয়েছিল আমাকে। যে কারণে নাছরীনের কোন কিছুতেই অপুরণ রাখিনি। যখন যা চেয়েছে তাই দিয়েছি আমি। কিন্তু আমি মালয়েশিয়া থেকে বাড়িতে আসার পর নাছরীনের কিছু কিছু কাজে আমার সন্দেহ হতে থাকে। রাজশাহী তার বাবার বাড়ি বেড়াতে যেতে চাইলে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যেতে চাইতো না। এছাড়াও ভারতে চিকিৎসা করানোর কথাসহ বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার কথা বলে এপর্যন্ত প্রায় সাত থেকে আট বার টাকা নিয়েছে, কিন্তু পরে শুনতে পেলাম সে চিকিৎসা করাতে ভারতে যায়নি। কেন চিকিৎসা করাতে যায়নি শুনতে চাইলে জানায়, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। এদিকে কয়েক দফা বলার পর রাজশাহী তার বাবার বাড়িতে যেতে রাজি হলে, লিটন রাজশাহীতে যেয়ে দেখে তার ১৮/১৯ বছরের একটি ছেলে রয়েছে। ছেলেটি কার শুনতে চাইলে, তার বোনের ছেলে বলে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিয়ের আগে নাছরীন আমাকে জানিয়েছিলো সে এতিম তার কেউ নেই। বিভিন্ন স্পর্শকাতর কথা বলাই, আমি নাছরীনের প্রতি দুর্বল হয়ে তাকে স্বচোক্ষে না দেখেই এই বিয়েতে মত দিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ ১৮/১৯ বছরের ছেলেটি যে তার এবং এর আগে

নাছরীনের বিয়ে হয়েছিল একথা জানতে পেরে আমার মনে ঘৃনার পাত্র হয়ে যায় নাছরীন। একদিকে অন্ধ এই ভালোবাসার সাথে নাছরীনের প্রতারণা, অন্যদিকে দিনের পর দিন বিভিন্ন অজুহাতে তার লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার ফন্দি লিটনের মগজে নাড়া দেয়।

লিটন সাংবাদিকদের জানায়, একদিকে আমার সরলতার সুযোগে, অন্যদিকে ১৭/১৮ বছর বিদেশ থাকায় আমার টাকা আছে এটা ভেবেই নাছরীন মনে হয় আমাকে টার্গেট করেছিল। একথা আমি বুঝতে পারিনি। আমার এতো কিছু থাকতেও আমি একজন এতিম মেয়েকে অন্ধ ভাবে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু এই প্রতারকের ফাঁদে আর নয়। সমস্ত নিয়ম মেনে কোর্টের মাধ্যমে ডিভোর্স দিয়ে আমি মালয়েশিয়া চলে যায়। এতেও ক্ষ্যান্ত না হয়ে ডিভোর্সের দুই মাসের মধ্যে আমার চাকরি খেতে নাছরীন মালয়েশিয়া চলে যায়।

লিটন বলেন, কতোটা দুর্ধর্ষ হলে একটি মেয়ে বিদেশে যাওয়ার মত রিস্ক নিতে পারে এটা আপনাদের মাধ্যমে আমি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চায়। এঘটনার পর আমি থানাতে একটি জিডি করেছি। আমি বিদেশে যেয়েও নাছরীনের কাছে জীবনের নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছি।

লিটনের বাবা আয়ুব হোসেন জানান, আমরা নাছরীনের ছলনায় ভুলে গিয়েছিলাম। নাছরীনের এর আগে বিয়ে হয়েছে এবং ১৮/১৯ বছরের একটি ছেলে আছে এর কোন কিছুই আমাদের জানায়নি। পরে আমার ছেলে জানতে পেরে তাকে ডিভোর্স দিয়েছে। তিনি বলেন, এই প্রতারণার কথা শুনেও আমরা তাকে মেনে নিয়েছিলাম। বিভিন্ন অজুহাতে আমার ছেলের কাছ থেকে প্রায় ৫০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করেছে নাছরীন। পরে শুনতে পেলাম ডিভোর্সের পর ক্ষিপ্ত হয়ে মালয়েশিয়ায় চলে গেছে নাছরীন। আমরা এই মেয়েটির হাত থেকে বাঁচতে চাই।